হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চটকাবাড়িয়া গ্রামে বজ্রপাতে আজিজুল ইসলাম (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার মালসাগাড়ীর মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আজিজুল ইসলাম ওই গ্রামের আব্দুর রহিম মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে তিনি পানের ক্ষেতে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে মাঠের মধ্যেই হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আরও জানা যায়, বজ্রপাতের কিছুক্ষণ পর স্থানীয় এক নারী মাঠে গরু আনতে গিয়ে আজিজুল ইসলামের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীকে খবর দেন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আনার আগেই বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অসিত কুমার রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পৌরসভার চটকাবাড়িয়া মাঠে বজ্রপাতে আজিজুল ইসলাম (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা জেনেছি। তিনি ওই গ্রামের আব্দুর রহিম মণ্ডলের ছেলে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনি মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।”

গাংনীতে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া-সাহারবাটি মাঠে জমি চাষ করার সময় সাপের কামড়ে মাহাতাব আলী (৪০) নামের একজন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে সাহারবাটি মাঠে এঘটনা ঘটে। নিহত মাহাতাব আলী হিজলবাড়ীয়া গ্রামের মৃত শামসুল আলীর ছেলে।

‎স্থানীয়রা জানান কৃষক মাহাতাব আলী সকালে জমিচাষ করার সময় জমির আইলে থাকা একটি গর্তে থেকে বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চৌগাছা গ্রামের ইদ্রিস সাপুড়ের কাছে নিয়ে যান।

‎ওঝা ইদ্রিস আলী ৪ ঘন্টা ধরে ঝাড়ফুক করে যখন রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রোগীর স্বজনরা পরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার নাহিদ হোসেন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

‎এব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের ডাক্তার নাহিদ হোসেন জানান, যদি রোগীকে সময় মত নিয়ে আসা হতো তাহলে এন্টিভেনম প্রতিষেধক ছিল দিলে হয়তো বেঁচে যেত। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে পুলিশের একটি টিম গাংনী হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

‎এ ব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরের চকশ্যামনগর মাঠ থেকে ৫টি ট্রান্সমিটার চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের মাঠ থেকে ৫টি সেচ ট্রান্সমিটার চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় সংঘবদ্ধ চোরচক্র এসব ট্রান্সমিটার চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা হলেন উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, আনারুল ইসলাম, সাহাজান আলী ও চঞ্চল হোসেন। তাদের ব্যবহৃত ৫টি ট্রান্সমিটার মাঠ থেকে চুরি হয়েছে।

রোববার সকালে কৃষকরা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠে গিয়ে

ট্রান্সমিটারগুলো না পেয়ে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। পরে আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান মেলেনি।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা জানান, ট্রান্সমিটার চুরি হওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

গাংনীতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানক্ষেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহিদুল ইসলাম (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৩১ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার মড়কা বাজার সংলগ্ন মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত শাহাদাত মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মড়কা বাজারে শহিদুল ইসলামের একটি ধানের মিল রয়েছে। পাশাপাশি তিনি নিকটবর্তী মাঠে ধান চাষ করতেন। সকালে ধানক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল ইসলাম জানান, মোটর চালুর সময় শহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহারে কৃষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

টেকসই কৃষি, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব বালাইনাশক (বায়োপেস্টিসাইড) ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামে কৃষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্র্যাক সিড অ্যাণ্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. ইমদাদুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক সিড অ্যাণ্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ, চুয়াডাঙ্গা-১ অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার মো. আক্তারুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার ডিলার মো. ফখরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, কৃষি উদ্যোক্তা, রিটেইলার এবং প্রায় ৫৫ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় জৈব বালাইনাশকের গুরুত্ব, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) এবং পরিবেশবান্ধব আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বক্তারা বলেন, অতিরিক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার কৃষিতে নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

দামুড়হুদায় কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ‘মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উজিরপুর ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, কৃষি উপসহকারী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, মুকুল হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে বারি রসুন-৩ জাতের চাষাবাদ, ফলন বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি কৃষকদের উন্নত জাতের মসলা চাষে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মাঠ দিবস ও আলোচনা সভায় প্রায় ১৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

দামুড়হুদায় বজ্রপাতে কৃষকের

মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী পীরপুরকুল্লা গ্রামের মাঠে বজ্রপাতে শহিদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের মাসিমুদ্দিনের ছেলে।

বুধবার (১৩ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার পীরপুরকুল্লা মাঠে ধান গোছানোর কাজ করছিলেন শহিদুল ইসলাম। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করতে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কৃষিকাজের জন্য মাঠে অবস্থানকালে আকস্মিক বজ্রপাতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তার মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হরিণাকুণ্ডুতে দৃষ্টি নন্দন লিচু বাগান, ব্যাপক লাভবান হচ্ছেন কৃষক

যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শুধুই লালচে রংয়ের লিচু আর লিচু, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে শুধু লিচুর থোকা। বাগানের দিকে তাকালে যেকারও এক দন্ড দাড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে।

বলছিলাম ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের মোঃ মখলেছুর রহমানের লিচু বাগানের কথা। তিনি ৪৬ শতক জমিতে গড়ে তুলেছেন লিচু বাগান। পেঁকে যাওয়ার আগেই তিনি ১লাখ ৪০ হাজার টাকায় এক ব্যাপারির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন এই লিচু বাগানটি।

সোমবার (১১ মে) সকালে সরেজমিনে লিচু বাগান দেখতে গিয়ে কথা হলো, বাগান মালিক মখলেছুর রহমানের সাথে, মখলেছুর রহমান একই গ্রামের মৃত সমশের বিশ্বাসের ছেলে, তিনি বললেন প্রায় ১২ বছর আগে রাজশাহী,

ঈশরদি এবং মেহেরপুর থেকে চাঁরা নিয়ে এই লিচু বাগান করেছিলাম, এখানে বর্তমানে গাছ আছে ৪৫টির মতো।

সব গাছে সমান ফল আসেনি ৪১টি গাছের লিচু তিনি বিক্রি করেছেন ১লাখ ৪০ হাজার টাকায়। খরচের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন এই চাষে তেমন কোন খরচ নেই বছরে একবার সার দিতে হয় আর একবার যখন ফুল আসে তখন ভিটামিন জাতীয় কীটনাশক স্প্রে দিলেই হয়।

এছাড়া ফল বড় হলে পাহারা দেওয়া ছাড়া অন্য তেমন কোন খরচ নেই। সবকিছু বাদ দিলেও বিঘা প্রতি বছরে ১লাখের উপরে লাভ করা সম্ভব। এই বাগানে চায়না, বোম্বাইসহ বিভিন্ন ধরণের হাইব্রীড লিচুর জাত রয়েছে বলে তিনি জানান।

এলাকার অনেক যুবক এই চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে লিচু বাগান করতে চাইলে, তাদের ক্ষেত্রে তিনি সহযোগীতা করতে চান বলে জানিয়েছে।

তিনি উচ্চ ফলনশীল জাতের কলমের চারাও তৈরি করেন এই বাগান থেকে। তার লিচুর চারা নিয়ে অনেকে লাভবান হয়েছে বলে তিনি জানান। তার এই বাগানে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে কোন ধরণের সহযোগীতা বা দেখভাল করা হয়না বলে তিনি জানিয়েছে।

এব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি অফিসার এস এম তিতুমির বলেন এব্যপারে তিনি কখনো যোগাযোগ করেননি তবে ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা খোজ খবর রাখেন।

গাংনীতে দুটি ট্রান্সফরমার চুরি, দুশ্চিন্তায় কৃষক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ পাম্পের দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে।

ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় স্কিমের আওতায় থাকা ফসল নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।

বুধবার (৬ মে) রাতের কোনো এক সময় গাংনীর রামনগর ও চরগোয়াল গ্রামের মাঠ থেকে পৃথকভাবে দুটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়।

রামনগর গ্রামের কৃষক খলিল জানান, সেচ পাম্পে থাকা ট্রান্সফরমারটি রাতে চোরেরা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যায়।

সকালে জমিতে সেচ দিতে গিয়ে তিনি দেখেন বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পরে খুঁটির দিকে তাকিয়ে দেখেন ট্রান্সফরমারের সংযোগ তার বিচ্ছিন্ন।

নিচে পড়ে আছে ট্রান্সফরমারের ভেতরের তেল ও অন্যান্য সামগ্রী। তিনি বিষয়টি বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসে জানিয়েছেন। অপরদিকে চরগোয়াল গ্রামের কৃষক জাকির হোসেনের সেচ পাম্পের ট্রান্সফরমারটিও চুরি হয়েছে।

জাকির হোসেন বলেন, “আমার ট্রান্সফরমারটি লোহার শেকল ও রড দিয়ে মজবুত করে বাঁধা ছিল। তারপরও চোরেরা সেটি খুলে নিয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না। দ্রুত চোরদের আইনের আওতায় না আনলে মাঠ ফাঁকা হয়ে যাবে।”

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বামন্দী জোনাল অফিসের এজিএম (কম) সৌমিক জানান, রামনগর ও চরগোয়াল এলাকা থেকে দুটি ট্রান্সফরমার চুরির খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, ট্রান্সফরমার চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের ঘরবাড়ি

ভস্মীভূত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে এক কৃষকের বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টার আগুনে তিনটি বসতঘর, ঘরের আসবাবপত্র, টিন, নগদ টাকা, খাদ্যশস্য ও কাপড়চোপড়সহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের আব্দুলপুর ঘোগা এলাকায় বাহাদুর আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বাহাদুর আলীর বাড়িতে আগুন দেখতে পান প্রতিবেশীরা। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। বিদ্যুতের শকের ভয়ে প্রথমে কেউ আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেননি। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলতে থাকে এবং তিনটি ঘরসহ ঘরের সব জিনিসপত্র পুড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার সময় পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। বাহাদুর আলী মাঠে কৃষিকাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত বাহাদুর আলী বলেন, “আগুনে আমার তিনটি ঘরসহ খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা, টিন, ড্রেসিং টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, বাক্স, চাল, ধান ও নগদ টাকাসহ সবকিছু পুড়ে গেছে। এখন পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

প্রতিবেশীরা জানান, আগুনে বাহাদুর আলীর সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তারা দ্রুত সরকারি সহায়তার দাবি জানান।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অনিন্দ্য গুহ বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।